# বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
**স্বাধীনতা ভবন**
**৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০**
**প্রশাসন বিভাগ**
(www.bffwt.gov.bd)

বিষয়ঃ **সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তি অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী**

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | জনাব এস এম মাহাবুবুর রহমান<br>ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট |
| সভার তারিখ | : | ০৯/১১/২০২২ খ্রিঃ |
| সভার সময় | : | বেলা ১১.০০ ঘটিকা |
| সভার স্থান | : | সভাকক্ষ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট |
| উপস্থিতি | : | পরিশিষ্ট "ক" |

সভার প্রারম্ভে সভাপতি সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে আয়োজিত সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অত:পর তিনি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনের করণীয় সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়াদি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন:

০১। **সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনিক দক্ষতা:** সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনিক দক্ষতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রশাসনিক কাজের সাথে জড়িত রয়েছে বিভিন্ন স্তরের জনবল। তাদের দক্ষতার উপর নির্ভর করে প্রশাসনিক দক্ষতা। এর জন্য প্রয়োজন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

০২। **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা:** সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। প্রতিষ্ঠানের সকল কাজ কর্মে এ দু'টি বিষয় নিশ্চিত করা গেলে সুবিধাভোগীদের নিকট আস্থার একটি বড় জায়গা তৈরী হবে। ফলে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিসহ সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হবে।

০৩। **দুর্নীতি পরিহার করা:** সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দূর্নীতি একটি বড় অন্তরায়। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দুর্নীতির উর্ধ্বে থেকে সুবিধাভোগীদের সেবা প্রদান করতে হবে। এছাড়াও প্রশাসনিক সকল কাজে দুর্নীতি পরিহার করতে হবে। সততা ও ন্যায়পরায়নতার সাথে কাজ করার জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

০৪। **একতাবদ্ধতা:** সুশাসন প্রতিষ্ঠায় একতাবদ্ধতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের একতাবদ্ধ হয়ে একটি টিমে কাজ করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। তাহলে প্রত্যেক কাজে সফলতা আসবে।

অত:পর তিনি সভার আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপনের জন্য ট্রাস্টের সচিব (উপসচিব) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট-কে অনুরোধ জানান। ট্রাস্টের সচিব (উপসচিব) বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান। বিগত সভার কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধন বা সংযোজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০২। ট্রাস্টের সচিব (উপসচিব) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক গত ২৯/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২২-২০২৩ স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চুক্তিনামার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আজকের এ সভার আয়োজন। জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর লক্ষ্য অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তিনি সভায় উপস্থিত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদেরকে পরামর্শমূলক বক্তব্য উপস্থাপনের আহবান জানান।

চলমান পাতা-০২

০৩। যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ বলেন, আজকের সভার বিষয়বস্তু হলো সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠন। তিনি বলেন এ ট্রাস্টের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের কি ধরণের সুবিধা দেয়া হয় তার একটি তালিকা গেটের সামনে টাঙ্গানো আছে। তবে ট্রাস্টের মাধ্যমে যে সকল সুবিধা প্রদান করা হয় তার একটি ডিজিটাল ডিসপ্লে মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১-এর সামনে স্থাপন করলে আরও অনেকে ট্রাস্টের সেবা প্রদান সর্ম্পকে জানতে পারবে। এছাড়া যেসকল লোকজন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিযোগ করে থাকে সে সকল অভিযোগকারীদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজন করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

০৪। যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ এম এ মাজেদ বলেন, আগের চেয়ে ট্রাস্টের সেবা প্রদানের পদ্ধতি এখন অনেক উন্নত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ অসুস্থ হয়ে ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে তিনি বিল দাখিল করেন। কয়েকদিন পর তার মোবাইলে এসএমএস আসে যে তাঁর বিল পরিশোধ করা হয়েছে। ট্রাস্টের বর্তমান কার্যক্রমে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

০৫। যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির বলেন, পূর্বে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টে সুশাসন বলতে যা বুঝায় তার ঘাটতি ছিল। বর্তমানে ট্রাস্ট সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিয়ে তাদের জীবনমান উন্নত করার নিমিত্ত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ জন্য তিনি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

০৬। <u>সভায় বিস্তারিত আলোচনান্ত নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:</u>

(ক) বার্ষিক কর্মসম্পদন চুক্তি (এপিএ)-২০২২-২০২৩ বাস্তবায়নের নিমিত্ত শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা-২০২২-২০২৩ এর নির্দেশনাসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে; এবং

(খ) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা,খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারবর্গের অনুকূলে যে সকল সুবিধা প্রদান করা হয় তার একটি তালিকা মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১ এর সম্মুখে ডিজিটাল বোর্ড স্থাপন করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) অভিযোগকারীদেরকে নিয়ে সময়ে সময়ে সভা/সেমিনারের আয়োজন করতে হবে।

০৭। পরিশেষে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(এস এম মাহাবুবুর রহমান)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ও
সভাপতি, শুদ্ধাচার নৈতিকতা কমিটি
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

চলমান পাতা-০৩

স্মারক নম্বর-৪৮.০১.০০০০.১০২.৩১.০০৫.২২.১৫৬৪

তারিখ: ০১ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ ব:
১৬ নভেম্বর ২০২২ খ্রি:

অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। উপ-প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

০২। উপ-মহাব্যবস্থাপক (কল্যাণ), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

০৩। প্রতিষ্ঠান প্রধান, মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১, গজনবী রোড, কলেজ গেইট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

০৪। ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

০৪। সহকারী প্রধান প্রকৌশলী (সিভিল), প্রকৌশল শাখা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

০৫। শেখ গোলাম সরোয়ার, সহকারী প্রোগ্রার (আইসিটি) ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট, এনআইএস, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট (এ ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো

০৬। জনাব .....

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

০১। উপসচিব (হিসাব) ও ফোকাল পয়েন্ট (NIS), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

০২। পরিচালক (শিল্প ও বাণিজ্য/অর্থ/কল্যাণ), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

০৩। সচিব (উপসচিব) ও ফোকাল পয়েন্ট (NIS), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

০৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট (ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

০৫। অফিস কপি/গার্ড ফাইল

(তরফদার মোঃ আক্তার জামীল)
সচিব (উপসচিব)
ও
ফোকাল পয়েন্ট (NIS)
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট